দৈনিক বাংলা

16 OCT 1991

তারিখ ... 16 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

55

# কোচিং সেন্টার সমাচার

বর্ণে আর বিশেষণে আকর্ষণীয় ব্যানার আর সাইনবোর্ডে শহর ছেয়ে যাচ্ছে। কেবল রাজধানী নগরী নয়, জেলা পর্যায়ের শহরগুলোতেও একই ধরনের প্রচারণা জোরদার হয়ে উঠেছে। এই বিশাল আয়োজন একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ-বিজ্ঞাপিত 'পণ্যের' নাম শিক্ষা কিংবা বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ। শিক্ষা বা শিক্ষার সুযোগরূপী এই পণ্যের প্রাপ্তিস্থল সবক্ষেত্রেই কোনো না কোনো কোচিং সেন্টার।

কোচিং সেন্টারকে আমরা ব্যবসায়িক উদ্যোগ বললেও অনেকেই একে ভিন্ন পরিচয়ে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবুও তারা যখন একে প্রতারণার নতুন কৌশল বলে অভিহিত করেন, এক কথায় তা উড়িয়ে দেয়াও যায় না। সোজা কথায় তাই মানতেই হয়, ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার নাম করে এক অভিনব প্রতারণা চলছে। দৈনিক বাংলায় এ-সংক্রান্ত যে তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট বেরিয়েছে তাও এ-সত্যই তুলে ধরেছে।

শিক্ষার নামে পরিচালিত কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। কেননা এসব সেন্টারের অধিকাংশের অস্তিত্বের পেছনে আইনের সমর্থন আছে কিনা সে-প্রশ্নও জাগে। ক্ষেত্রবিশেষে সুকৌশলে আইন এড়িয়ে এই ঢালাও কারবার ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষানীতির সংস্রব-বর্জিত এইসব প্রতিষ্ঠান বাস্তব কারণেই অবাঞ্ছিত বিবেচিত হতে পারে। তাই ইচ্ছে করলেই শিক্ষার স্বার্থে ও আইনগত দিক থেকে এ অনাচার বন্ধ করে দেয়া-অন্তত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সাময়িক মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তবে প্রশ্ন তা নয়। মূল প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন করে এ ব্যবসা এমন ফাঁপিয়ে ওঠার সুযোগ পায় তা নির্ণয় করে এর প্রতিকার করা।

মূল গলদ হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা। তারই সুযোগ নিচ্ছে এইসব কোচিং সেন্টার। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষাগুলো, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে। ফলে একটি পর্যায় শেষে উচ্চতর পর্যায়ে প্রবেশের জন্যেও কোচিং সেন্টারের হাতছানি, এড়ানো শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

কোচিং-এর নামে যেখানে যেখানে প্রতারণা চলছে তা রোধ করার প্রয়োজন নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। ফলে এর অনুকূল পরিবেশটা বদলানো প্রথম প্রয়োজন। আর সেজন্যে চাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পঠন-পাঠন ফিরিয়ে আনা। এতে কেবল তথাকথিত কোচিং-এর উৎপাতই দমন হবে না, আরো অনেক অনাচার আর অভিশাপের স্বাভাবিক অপনোদন ঘটবে। সেইসঙ্গে প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্যে জাতীয় পর্যায়ের একটি সম্মিলিত পরীক্ষা প্রবর্তনের কথাও ভাবা যেতে পারে। অনেক দেশেই তেমন ব্যবস্থা চালু আছে আর তা সুবিধাজনক বলেই প্রমাণিত। এখানেও অবশ্য সেই গ্রহণযোগ্যতার কথা উঠবে।

তবে ব্যবস্থা কি হবে সে নিয়ে বিশেষজ্ঞরাও ভাবতে পারেন। আমাদের কথা একটা ঃ শিক্ষা নিয়ে কোথাও এবং কোনো নামেই ব্যবসা বা প্রতারণা চলতে পারে না।